৩০-০৮-১৭ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবার নির্দেশ, দেহী-অভিমানী হও, পবিত্র হয়ে সবাইকে পবিত্র বানাও, নিশ্চয়বুদ্ধি হয়ে বাবার থেকে তোমাদের উত্তরাধিকার লাভ করো"

প্রশ্নঃ- অন্তিমে শরীর ছাড়ার সময় চরম দুর্দশায় পড়ে কাদের কাঁদতে হবে ?

উত্তরঃ- যারা বেঁচে থেকে মৃতবৎ হয়ে পুরো পুরুষার্থ করেনা, উত্তরাধিকার পুরো নেয়না, তাদেরই অন্তে চরম বিপদের মধ্যে পড়তে হবে ।

প্রশ্নঃ- এই সময় নানা ধরণের লড়াই ঝগড়া বা পার্টিশন ইত্যাদি কেন হয় ?

উত্তরঃ- কারণ সবাই নিজের প্রকৃত পিতাকে ভুলে অনাথ এবং নির্ধন হয়ে গেছে । যে মাতাপিতার থেকে এত সুখ পেয়েছিলো তাঁদের ভুলে গিয়ে বলেছে তিনি সর্বব্যাপী, এইজন্য নিজেদের মধ্যে তারা এত লড়াই ঝগড়া করে ।

গীতঃ- ওম্ নমঃ শিবায় . . .

ওম্ শান্তি । কে বলেছে ? ওম্ শান্তি । আত্মা এই শরীরের কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা বলেছে । আত্মা অবিনাশী, শরীর বিনাশী । আত্মা এক দেহ ছেড়ে অন্য দেহ নেয় । আত্মা সর্বাধিক ৮৪ জন্ম নেয় । একেই বলা হয়ে থাকে ৮৪ জন্মের চক্র । সবারই কী ৮৪ জন্ম ! না, মানুষ এইসব কথা জানেনা । তোমরা গানে শুনেছ, ওম্ নমঃ শিবায় । উঁচু থেকেও উঁচুতম শিব, পরমাত্মা । তিনি নিরাকার দুনিয়ার অধিবাসী, যেখানে আমরা সব আত্মারা বাস করি । তার নীচে সূক্ষ্মবতনবাসী । উঁচু থেকে উঁচুতম ভগবানের মহিমা শুনেছ, শিবায় নমঃ । তুমি মাতাপিতা, বন্ধু -সহায়, এটা তাঁর মহিমা । তারপর তারা বলে, ব্রহ্মাদেবতায় নমঃ । তিনি রচয়িতা, ইনি রচনা । এরপর এই মনুষ্য সৃষ্টি । একমাত্র এই মনুষ্য সৃষ্টিতে তোমরা পবিত্র আর পতিত হও । মানুষ সত্যযুগে পবিত্র আর কলিযুগে পতিত হয় । পাঁচ হাজার বছর আগে ভারতের দেবী-দেবতা ছিলো । তাঁরা সবাই মানুষ ছিলেন, কিন্তু তাঁরা সর্বগুণসম্পন্ন এবং ষোলকলা সম্পূর্ণ ছিলেন । এটা তাঁদের মহিমা । সেখানে হিংসা হয়না । তাঁরা বিকারে বশীভূত হয়না । তাঁদের সম্পূর্ণ নির্বিকারী বলা হয় । বিকারী মানুষ তাঁদের মহিমা গায়, তুমি সর্বগুণসম্পন্ন, আমি অধম । পরমাত্মাকে স্মরণ করে কিন্তু তাঁকে কেউ জানেনা, এইজন্য তারা সবাই অরফ্যান । তুমি মাতাপিতা, তোমার থেকে আমরা অপার সুখ পাই । পরে রাবণরাজ্য শুরু হলে মানুষ বাবাকে ভুলে পতিত অরফ্যান হয়ে যায় । তারা নিজেদের মধ্যে সবসময় লড়াই ঝগড়া করতে থাকে । সব জায়গায় দেখ ঝগড়াই ঝগড়া লেগে আছে । কত পার্টিশন ! স্বর্গে শুধু একটাই রাজ্য ছিলো, লক্ষ্মী-নারায়ণের । ভারতবাসী সারা বিশ্বের মালিক ছিলো । এখন সব টুকরো টুকরো হয়ে গেছে । ওই সমুদ্র তোমাদের এটা আমাদের, ওই ধরিত্রী তোমাদের এটা আমাদের । পাঞ্জাব, ইউ .পি . রাজস্থান ইত্যাদি সব আলাদা আলাদা হয়ে গেছে । এমনকি ভাষা নিয়েও কত লড়াই ! কারণ তারা পারলৌকিক মাতাপিতাকে জানেনা । ভারত যখন স্বর্গ ছিলো, তখন এইসব কথা ছিলোনা । এখন আবার স্বর্গ হবে । বাবা এখানে বসে বোঝান, কিভাবে এই চক্র ঘোরে । বেহদের বাবা বাচ্চাদের বলেন, তোমরা কত অজ্ঞানী হয়ে পড়েছ ! তোমরা বলো, হে পরমপিতা পরমাত্মা ! যতই হোক,

তোমরা জানোনা তাঁর বায়োগ্রাফি । বাবা পতিত-পাবন, সদগতি দাতা । তোমরা জানো, কিন্তু তারা বলে ঈশ্বর সর্বব্যাপী । তাঁকে যদি সর্বব্যাপী বলো তবে কিভাবে তোমরা উত্তরাধিকার নেবে ? উত্তরাধিকার দেওয়ার জন্য তো বাবাকে প্রয়োজন , তাই না ! বাচ্চাদের যদি জিজ্ঞাসা করো, তাদের লৌকিক বাবা কোথায়, তবে কী তারা বলবে যে সে সর্বব্যাপী ? বেহদের বাবা তো রচয়িতা, তাই না ! তাঁকেই সব ভক্তরা ডাকে - হে পতিত পাবন, শিববাবা, এসে আমাদের পতিত থেকে পবিত্র বানাও । ঠিক স্বর্গে যেমন পবিত্র ছিলো, তুমি এসে সেভাবে আমাদেরও পবিত্র বানাও । আমরা খুব দুঃখী । রাবণরাজ্য শুরু হলে সব মানুষ পতিত হতে শুরু করে । তারা দুয়ারে দুয়ারে ধাক্কা খেতে থাকে । তারা মনে করে সকলের মধ্যে পরমাত্মা আছেন । পাথরের তৈরি দেব মূর্তিতেও মনে করে ভগবান আছেন । ওহ্ ! কিন্তু ঈশ্বর কিভাবে পাথরের ভিতরে থাকতে পারবেন ! তিনি তো পরমধামে থাকেন । তারা কত ছবি বানায়, যখন পুরানো হয়ে যায় সেইসব ছুঁড়ে ফেলে দেয় । এটাই পুতুল পূজা । তারা বলে, বাবা আমাদের সদগতি দাও । সবার সদগতি দাতা একমাত্র একা পতিত-পাবন শিববাবা । সব মানুষ তাঁকে ভুলে গেছে । তাঁকে সবাই স্মরণ করে ।। তিনি সব পতিদের পতি এবং সব বাবারও বাবা । বাবা বলেন, বাচ্চারা এখন পবিত্র হও । তোমরা আত্মারা পতিত হয়ে গেছ । তোমাদের মধ্যে খাদ মিশে গেছে । খাঁটি সোনায় অ্যালয় মিশে সোনার দাম কম হয়ে গেছে । এটাও তমোপ্রধান দুনিয়া । যখন তোমরা গোল্ডেন এজে ছিলে তোমরা সম্পূর্ণ নির্বিকারী ছিলে । তারপর সিলভারের খাদ মিশেছিলো আর তারপরে কপার আর তারপরে তোমরা আয়রণ এজে এসেছিলে । আত্মারা ক্রমশঃ পতিত হতে থাকে । তারা এখন সম্পূর্ণরূপে আয়রণ এজেড হয়ে গেছে । যে ভারত সতোপ্রধান ছিলো, এখন তমোপ্রধান হয়ে গেছে । যারা আদিতে ছিলো তাদের অবশ্যই ৮৪ জন্ম নিতে হয় । খৃষ্টান পরে আসে, তারা চুরাশি জন্ম নিতে পারেনা । খুব বেশী হলে তারা ৩৫-৪০ জন্ম নিতে পারে । সৃষ্টির আয়ুও সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে, পুনরায় নতুন হবে । নতুন দুনিয়ায় সুখ, পুরানো দুনিয়ায় দুঃখ । পুরানো বাড়ী ভেঙে ফেলা হয়, তাই না ! পুরানো দুনিয়ায় সবাই দুঃখী । একমাত্র বাবা, তিনিই এদের সবাইকে সুখী বানান । সত্যযুগে যে আত্মারা ছিলো তারা সবাই সুখী ছিলো । বাকি অন্যান্য আত্মারা শান্তিধামে ছিলো । যাকে সাইলেন্স ওয়ার্ল্ড বলা বলা হয়ে থাকে । সাইলেন্স ওয়ার্ল্ড আর পরে সাটল ওয়ার্ল্ড অর্থাত্ সূক্ষ্মবতন, সেখানে শরীরই নেই সুতরাং, আত্মা আওয়াজ কিভাবে করবে ! এখন সব আত্মারা তমোপ্রধান, এই কারণে একে আয়রণ এজ বলা হয় । প্রথমে তোমরা গোল্ডেন এজে ছিলে, এখন আবার বাবা এসেছেন তোমাদের গোল্ডেন এজে নিয়ে যাওয়ার জন্য । তিনি মানুষকে দেবতায় পরিণত করেন । সত্যযুগে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই পবিত্র থাকে । তাকে বলা হয় রামরাজ্য । এখন রাবণরাজ্য, পরস্পর পরস্পরকে কাম কাটারি দ্বারা দুঃখী করে । ভগবান বলেন, বাচ্চারা, কাম মহাশত্রু, এই শত্রুই তোমায় দুঃখী বানিয়েছে । তোমরা বাচ্চারা ক্রমান্বয়ে অধোগতি প্রাপ্ত হও । এখন কোনো কলা আর নেই, আবার ১৬ কলা সম্পূর্ণ বানাতে বাবা এসেছেন । এতে সন্ন্যাসীদের মতো ঘর-সংসার ছাড়ার প্রয়োজন নেই । পবিত্র দুনিয়ায় যাওয়ার জন্য তোমাদের অবশ্যই পবিত্র হতে হবে । যারা বাবা দ্বারা পবিত্র হবে তারা পবিত্র দুনিয়ার মালিক হবে । বাচ্চারা, এখানে তোমরা এসেছ বাবার কাছে । এটা হেডস অফিস যেখানে সবাই আসে । পারলৌকিক বাবা বাচ্চাদের বলেন, হে বাচ্চারা, এখন দেহী-অভিমানী হও । আত্মারাও বলে, হ্যাঁ বাবা,আমরা তোমার নির্দেশ অবশ্যই পালন করবো । আমরা পবিত্র হবো । এইই শ্রীমৎ । এই শ্রীমৎ অনুসরণেই তোমাদের শ্রেষ্ঠ হতে হবে । রাবণের মতে তোমরা ভ্রষ্ট হয়েছ । তাই এই শরীর দ্বারা আত্মা বলে, হে বাবা, আমরা তোমার হয়েছি । বাবা বলেন, আমাকে আসতে হয়েছে তোমাদের সবাইকে সদগতি প্রদান করতে, পাপ আত্মা থেকে পুণ্য আত্মায় রূপান্তরিত করতে । সুতরাং, তোমাদের অবশ্যই পবিত্র হতে হবে

। প্রথম যখন তোমরা পবিত্র হয়ে ব্রহ্মাকুমার -কুমারী হয়েছ তখনই শিববাবার থেকে স্বর্গসুখের উত্তরাধিকার লাভ করেছ । তোমরা আবার এসেছ বাবার থেকে বরসা নিতে । তোমরা যারা দেবী-দেবতা ধর্মের ছিলে তারাই ৮৪ জন্ম নিয়েছ । সেই দেবী-দেবতা এখন নেই । দেবতা যারা ছিলো, পতিত হয়েছে, তারাই এসে পবিত্র হবে । যারা পরে এসেছে অর্থাত্ দ্বাপর যুগের পরে এসেছে তারা স্বর্গে যেতে পারেনা । দেবীদেবতা ধর্মের যারা পুরো চুরাশি জন্ম নিয়েছে তারাই আবার দেবী-দেবতা হবে । বাবা বলেন, আমি এসে ব্রহ্মা দ্বারা দেবী-দেবতা বানাই । পবিত্র হওয়া ছাড়া তোমরা দেবী-দেবতা হতে পারবেনা । এইসব কথা তারা বুঝতে পারবে যারা এসে ব্রহ্মাকুমার-কুমারী হবে । ' প্রজাপিতা ' গাওয়া হয়ে থাকে, তাই না ! মনুষ্য সৃষ্টির জগত্ পিতা এবং জগত্ অম্বা । তাঁদের এত বাচ্চা কিভাবে হবে ? তোমরা এখন ব্রহ্মা মুখ-বংশাবলী রচনা । তোমরা সবাই মাম্মা বাবা বলো । কিভাবে তোমরা বাচ্চা হয়েছ ? শিববাবা ব্রহ্মা দ্বারা তোমাদের তাঁর নিজের করেছেন । তোমরা শিববাবাকে স্মরণ করো, তাঁর থেকে উত্তরাধিকার নিতে । সুতরাং, সব ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরা নিজেদের মধ্যে ভাই-বোন হলো । এটাই যুক্তি । বাবা বলেন, তোমরা গৃহস্থ ব্যবহারে থাকো কিন্তু কমল ফুল সমান পবিত্র থাকো । এটা করে দেখাও, ঘর-পরিবার ছাড়ার কথা নেই । তোমার রচনার দেখাশোনাও করো কিন্তু শুধু পবিত্র থাকো তো আবার এই দেবতাদের মতো হবে । দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা তো অবশ্যই হবে । বাবা এখানে বাচ্চাদের সমুখে বসে বোঝান । এই মধুবন হলো হেড অফিস । ক্রমাগত কত সেন্টার খোলা হচ্ছে । কল্প পূর্বে যারা ব্রহ্মাকুমার -কুমারী হয়েছিলো তারাই আবার ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা, তারপরে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র হয়ে আসছে । এখন আবার তোমাদের ব্রাহ্মণ হতে হবে । শিখা তো ব্রাহ্মণেরই তাই না ! এই বর্ণের মধ্য দিয়ে পাস হতে হয় । বাবা বলেন, তোমরা সেই দেবী-দেবতা ছিলে । এখন তোমরা আবার শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হয়েছ, সেই দেবী দেবতা হওয়ার জন্যে । তোমরা পবিত্র হও । বলা হয়ে থাকে, কুমারী ২১ পুরুষ (বংশপরম্পরা) উদ্ধার করে । তোমরা সবাই ব্রহ্মাকুমার-কুমারী । কুমার- কুমারী উভয়কেই প্রয়োজন, তাই না ! তোমরা প্রত্যেককে ২১ জন্মের জন্য সদা সুখের রাস্তা বলে দাও - আমাদের সুখধামে এসো, এটা দুঃখধাম । এখন বাবাকে স্মরণ করতে হবে । বাবা বলেন, পবিত্র হও আর শুধুমাত্র আমাকে স্মরণ করো । কোনো দেহধারীকে স্মরণ কোরোনা । বাবা এখানে বসে তোমাদের অপার সুখ দেন । এখন কত দুঃখ ! মানুষ দুঃখেই ভগবানকে স্মরণ করে । বাবা তোমাদের স্বর্গে নিয়ে যান, সুতরাং, সেখানে কেন তোমরা তাঁকে স্মরণ করবে ! তারা বলে, হে প্রভু, হে অন্ধের যষ্ঠি ! যাই হোক তারা কিছু জানেনা । এমনকি তারা লক্ষ্মী-নারায়ণের সামনে গিয়ে বলে তুমি মাতাপিতা... যতই হোক, তাঁরা হলেন স্বর্গের মালিক, তাঁরা সকলের মাতাপিতা তো হতে পারেননা । কৃষ্ণ ছিলেন এক রাজধানীর আর রাধা ছিলেন অন্য রাজধানীর এবং পরে তাঁদের বিবাহের বাগদান করা হয় । বিবাহের পর তাঁদের নাম বদল হয়ে যায় ; তাঁরা বিষ্ণুর দুই রূপ, লক্ষ্মী-নারায়ণ হয়েছিলেন । দীপাবলীতে তারা মহালক্ষ্মীর আহ্বান করে, সেই রূপ হলো যুগলের । তোমরা এখন কামচিতা থেকে উঠে জ্ঞান চিতায় বসছ । তোমরা হলে প্রকৃত ব্রাহ্মণ । তোমরা তাদের পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করার উত্সাহ দিয়ে থাকো । বেহদের বাবা বলেন,পবিত্র হলে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হয়ে যাবে । ঘরে বসেও স্মরণ করতে পারো । বাবা বলেন, তোমাদের সবাইকে আমার কাছে আসতে হবে । সবারই মৃত্যু হবে । এটা সেই মহাভারতের লড়াই । এখানে যবনদের লড়াই । সত্যযুগে কোনো লড়াই ইত্যাদি হয়না । বাবা বলেন, তোমাদের এই রাবণকে জিততে হবে । অন্য কোনো লড়াইয়ের প্রশ্ন নেই । মহাভারতের এই লড়াই হবে, অল্প সময়ই আর বাকি আছে । ভারত অবিনাশী খণ্ড, বাকি সব খণ্ড শেষ হয়ে যাবে । বাবা সবাইকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন । বাবা সবার সদগতি করেন । তিনি আত্মাদের তাঁর সাথে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যান । তোমরা

এখন বাবার থেকে তোমাদের উত্তরাধিকার নিচ্ছ । সন্ন্যাসীরা এটা দিতে পারেনা, তারা তো স্বর্গের রচয়িতা নয় । এখন স্বর্গের স্থাপনা হচ্ছে । নরকের সব মানুষ শেষ হয়ে যাবে । মৃত্যু তো হবেই, তাহলে কেন না বেঁচে থাকতে উত্তরাধিকার নিয়ে নাও ! নয়তো তোমাদের চরম দুর্দশায় পড়তে হবে । কুম্ভকর্ণের আসুরিক ঘুম থেকে মানুষ অন্তে জাগবে । সারা চক্রের জ্ঞান এখন তোমাদের বুদ্ধিতে । তোমরা পূজ্য ছিলে, পূজারী হয়েছ, পরে আবারও তোমরা পূজ্য হবে । পবিত্র রাজাও ছিলো, পতিত রাজাও ছিলো । এখন নো রাজা, এখন প্রজার দ্বারা প্রজার রাজ্য । সৃষ্টিকে আবার চক্র ঘুরতে হবে ! তোমাদের সত্যযুগে যেতে হবে । শিববাবা এনার মুখ দিয়ে বলেন, তোমরা আমার বাচ্চা । তোমরাও বলো, বাবা আমরাও তোমার বাচ্চা । তোমরা মুখ-বংশাবলী রচনা । তোমরা ঈশ্বরের পরিবার । ভগবান বলেন, এক বাবাকেই স্মরণ করো । আমরা সবাই সুইট হোমে যাবো যেখানে বাবা অধিষ্ঠান করেন । তারপর বাবা আমাদের সুইট স্বর্গে পাঠিয়ে দেন । সেখানে শান্তি আর সুখ । তোমরা এখানে এসেছ পবিত্রতা, সুখ, শান্তির বরসা নিতে । এই পড়া ২১ জন্মের । তোমরা এখানের জন্য এই পড়া পড়ো না । এটা হলো মৃত্যুলোক । তোমরা অমরনাথ দ্বারা অমর কথা শুনে অমর হও । যারা বাবার কাছে এসে বুঝবে, তারাই পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করবে । তারাই এসে আবারও উত্তরাধিকার নেবে । ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরা ক্রমশঃ অনেক হবে । দিন দিন সেন্টার খুলতে থাকবে । শূদ্র ক্রমান্বয়ে ব্রাহ্মণ হতে থাকবে । আচ্ছা ।

মিষ্টি -মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ এবং গুড মর্নিং । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সারঃ-

১) বাবার থেকে বরসা নেওয়ার জন্য, গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে, তোমার রচনার (পরিবারের) দেখভাল করেও কমল ফুল সমান পবিত্র হতে হবে ।

২) সবাইকে ২১ জন্মের জন্য সুখী হওয়ার রাস্তা দেখাও । জ্ঞানচিতায় বসে শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হয়ে আবার দেবতা হতে হবে ।

বরদানঃ- নিজের শক্তিশালী মন্সা শক্তি ও শুভ ভাবনা দ্বারা বেহদ সেবা ক'রে বিশ্ব পরিবর্তক ভব

বিশ্ব পরিবর্তকের জন্য সূক্ষ্ম এবং শক্তিশালী স্থিতিতে স্থিত আত্মাদের প্রয়োজন, যারা নিজের বৃত্তি দ্বারা, শ্রেষ্ঠ সংকল্প দ্বারা অনেক আত্মাদের পরিবর্তন করতে পারে । বেহদের সেবা শক্তিশালী মন্সা শক্তি দ্বারা, শুভ ভাবনা এবং শুভ কামনার দ্বারা হয় । সুতরাং, শুধু নিজের প্রতি ভাবুকতা নয়, শুভ ভাবনা আর শুভ কামনা দিয়ে অন্যকেও পরিবর্তিত করো । যে আত্মারা ব্যালান্স করতে পারে তারাই বিশ্ব সেবা এবং বেহদ সেবা করতে সমর্থ । সুতরাং, ভাবনা আর জ্ঞান, স্নেহ আর যোগের ব্যালান্স দ্বারা বিশ্ব পরিবর্তক হও ।

স্লোগানঃ- বুদ্ধিরুপী হাত বাপদাদার হাতে রাখলে পরীক্ষারুপী সাগরে উথালপাথাল হবেনা ।